

শারদীয়া

সংখ্যা ৪ • Issue 4

২০২৬

Sharodiya

লালপাড়

হাসি, সিঁদুর আর
একটা বড় পরিবার

Laughter, sindoor & one big
family

ভিতরে

গল্প • কবিতা
ভ্রমণ • ছবি
stories • poems
travel • art



সূচিপত্র CONTENTS

এই সংখ্যায়

In this issue

শুভেচ্ছা GREETINGS

- ৩ সম্পাদকীয়
Editorial
- ৪ সভাপতির কলমে
Foreword from the President
Sanjay Das Gupta

কবিতা POEMS

- ৫ আগমনীর গান
Agomonir Gaan
Tanwi Manna
- ১১ ...and brings us all home
a Pujo poem
Vanshika Rupesh
- ১৯ ভোলার কষ্ট
Bholar Koshto
Indranil Bhattacharya
- ২১ আরেকটু দেখে যাও · মেঘমালা
Two poems
Arnab Roy
- ২২ মশারির দরজা
Mosharir Dorja
Ritwik Chakraborty

গল্প STORIES

- ১২ Dinur Raat Jaaga
দিনুর রাত জাগা
Tamojit Kumar Manna (Rishi)
- ১৭ সর্বভূতেশু
Sarvabhuteshu
Subhamoy Deb
- ২২ পুজোর জিম রুটিনে বেগুনির ভর
Mass, weight & a beguni
Subhajit



ভ্রমণ ও স্মৃতি TRAVEL & MEMOIR

- ৮ মাসাইমারার দু রাত্তির
Two nights in the Masai Mara
Arnab Sarkar
- ১৫ সন্ধিপূজা
Sandhi Pujo
Sunanda Ganguli
- ২০ An Eventful 24 Hours in Meghalaya
মেঘালয়ে চব্বিশ ঘণ্টা
Calum Meikele

ছবি ও আমাদের কথা ART, PHOTOGRAPHS & COMMUNITY

- ৬ জলছবি
The community gallery
Asmita · Audity · Beas · Sudeshna
- ৭ রেখা ও রং
Lines & colours
Vaishali · Ishika
- ১৩ গত পুজোর অ্যালবাম
Durga Pujo 2025 in frames
BCA
- ১৪ আমাদের বছর
Community & media
BCA
- ২৩ মন ক্যামেরা
Mon Camera · photographs
KB · Arijit · Vaishali

প্রচ্ছদ · On the cover

Sindoor Khela by Riya & Sabyasachi. On Bijoya Dashami, married women offer sindoor to Maa Durga and then smear it on one another before she leaves for Kailash. Their crowd of laughing faces in red-bordered white sarees gave this issue its theme: **Laal Paar**.



The laal-paar brigade, Durga Pujo 2025

সম্পাদকীয় EDITORIAL

সম্পাদকীয়

Editorial

● নয় নয় করে নয়, একেবারে হই চই করে পাঁচে পড়ল আমাদের বার্সেলোনা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের (BCA) এবারের দুগ্গা পুজো। সময়টা সেই ২০২২, আর -

সেদিন ছিল সরস্বতী পুজো,
ধূপ ধূনার গন্ধ ঘরময়।
হঠাৎ কিছু বাঙালির মনে হল,
এবার দুগ্গাপুজো করলে কেমন হয়।

পুরোনো চাল যেমন ভাতে বাড়ে তেমনি সুখকর এই স্মৃতি যেন টগবগিয়ে ধেয়ে আসে বারবার। আর সাথে দেয় প্রাণের আরাম।

আসলেই ওই যা ছন্দে গাঁথা ওপরে, বাগদেবীর আরাধনার সময় চার প্রধান উদ্যোক্তার মাথায় পোকাটা ভাগিস্য নড়েছিল সেদিন, যে ‘এ বছর থেকে দুগ্গাপুজো শুরু করা যাক’। তবে সে দুগ্গাপুজো বলে কথা, তাও বিদেশের মাটি, ফুটবলের মক্কা, স্পেনের বার্সেলোনা। এত আয়োজন হবে কী করে? তবু মায়ের পুজো, ফিরে তাকাবার আর অবকাশ নেই। তাই চার থেকে দশ, আর দশে মিলি করি কাজ, শুরু হলো পুজোর সাজ। আর সেই দশ থেকে একশ হতে সময় লাগল অল্প কিছু মাস। ছবির কাট-আউট দিয়ে পুজোর মাধ্যমে শুরু হয় পথ চলা, ২০২২ এ BCA এর প্রথম দুগ্গাপুজো। তবে ২০২৪ এ কুমোরটুলি থেকে আনা হয় আমাদের ফাইবার গ্লাসের প্রতিমা। শিল্পী মিন্টু পালের তৈরী ১০ ফুট উচ্চতার এই মূর্তি নিঃসন্দেহে এখনো পর্যন্ত ইউরোপের সবচেয়ে বড় প্রতিমা। সে প্রতিমা আনার গল্প পরে কখনো হবে খন।

গত কয়েক বছরে মূলত এই দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করেই বার্সেলোনাস্থিত, ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যে আবেগ, উদ্দীপনা, উৎসাহ বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর ভাবে। আমাদের BCA পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে সময়ের সাথে সাথে। তাই সে কথা ভেবে, গেলো বছর থেকেই পুজোর নতুন ঠিকানা এক সুপরিচিত আর্ট গ্যালারি বার্সেলোনার Arc de Triomf এর কাছে, প্রয়োজনের তাগিদে, সবার সুবিধার্থে। তবে প্রবাস বা বিদেশের পুজো বলে কোনো আপোষ নেই পুজোর আয়োজনে বা পুজোর সময় নির্ঘণ্টে। মায়ের বোধন, রীতি মেনে পুজো, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি, কুমারী পুজো, ভোগ, প্রসাদের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই পালিত হয়েছে আর হবে বাঙালির এই সর্বশ্রেষ্ঠ মহোৎসব, আমাদের এই নতুন ঠিকানায়। পুজোর দিনগুলোতে প্রতি দিন সন্ধ্যা বেলা হয়েছে হরেক রকম খেলা, ছোটদের বসে আঁকো, Musical Chair, শাঁখ থেকে ঢাক বাজানোর প্রতিযোগিতা, পুজোর সেরা সাজের লড়াই, নাচ গান আড্ডার মজলিশ। আচ্ছা বাঙালির পুজো আর পেটপুজো হবে না সে কি আর



Our Kumartuli pratima, by Mintu Pal

সম্ভব, তাই এতো কিছু মধ্য হয়েছে রসনা তৃপ্তির আয়োজন ‘আনন্দমেলা’। এর মধ্যে আবার গেলো বছরেই শুরু হলো কালী পুজো, আর এ সবার মূলে ঠিক যেমন ছিল কিছু জনের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আর তাছাড়াও ছিল সেই আদি শক্তির টান যা উৎসারিত হয়েছে আমাদের মধ্যে মানে এই প্রবাসে প্রাণসঞ্চার করেছে অফুরান উদ্দীপনার, আর তার জোরেই এগিয়ে চলেছি আমরা। দিন গড়িয়েছে আর দলে দলে আমরা মেতেছি আনন্দে উৎসবে, পাহাড়ে চড়ে চড়ুইভাতি থেকে শুরু করে নববর্ষ উদযাপনই হোক বা বিশ্বকবির বা বাগ্দেরীর আরাধনাই হোক ‘দুরন্ত ঘূর্ণির পাক’ মাতোয়ারা করেছে আমাদের বারবার।

আচ্ছা পুজো মানেই তো মনের কোণে উঁকি দেয় ছোটবেলা। নতুন শারদীয়ার পাতার গন্ধ। খাবার শেষে দুপুর বেলা চিলেকোঠার ঘর বা মণিকোঠার সেই স্মৃতি, এই বিদেশের মাটিতেও আগামী প্রজন্মের মনে সেই আবেগ সঞ্চারণের উদ্দেশ্যেই প্রতি বছরের মতো এ বছরেও প্রকাশিত ‘শারদীয়া ২০২৬’। যাতে থাকছে পরিবারের সদস্যদের লেখা, আঁকা, ছবি ও আরো কত কিছু। পুজোর শেষ হবে এক দারুণ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে, ২৩এ অক্টোবর শুক্রবার। ছোট থেকে শুরু করে বড়োদের নাচ, সমবেত নৃত্য, গানের ঝংকারে সেই সন্ধ্যা হবে অবিস্মরণীয়। প্রতিবারের মতো ‘হোক নাটক’ গ্রুপের এবছরের নিবেদন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নাটক ‘ভীম বধ’।

তবে পুজোর এই সমস্ত স্বাদের ভাগ যে শুধু বাঙালিদের মধ্যে সীমিত তা মোটেও নয়, বার্সেলোনাস্থিত অন্যান্য বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ থেকে শুরু করে ভিনদেশি বহু মানুষের সমাগম, আনানগোনা আশা করা যাচ্ছে বিগত বছরগুলোর মতোই এ বছরও।

রুজি রোজগার, বা আপোষের পেশা বা মন মাতানো নেশা সে যে কারণেই হোক আজ আমরা সবাই নিজেদের দেশ ঘর ছেড়ে নোঙ্গর ফেলেছি এই নতুন দেশে। বা হয়তো এখানেই থেমে থাকা নয়। কবিগুরুর ভাষায় আমরা সত্যি হয়েছি বিশ্বনাগরিক। তবু শিকড়ের টান থাকে সর্বদা। জড় আর জীবের জাগতিক আর ভিত্তিগত পার্থক্যের জন্যই মনে হয় এই চির আকর্ষণ। মহামিলনের এই আনন্দ যাপন, উৎসবের পথে আনন্দের জোয়ারে ভেসে সেই টানকে ধরে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ও তাদের সাথে নিয়ে এই ভাসমানতা শুধু এ সবে সামিল হওয়াই নয় এ আমাদের কর্তব্যও বটে। পুজোর আগামী দিনগুলো সবার সুখে, শান্তিতে কাটুক মহামিলনের মাঝে এ আবেগের মহোৎসবে, এ টুকুই অশেষ আশা।

বারসা থেকে দুগ্গা দুগ্গা.....

শুভেচ্ছা FOREWORD

সভাপতির কলামে

One big family

Foreword from the President · 5th year of Durga Puja

It gives me immense pleasure and pride to welcome you all to the 5th year of Durga Puja celebrations organised by the Bengali Cultural Association (BCA).

Panch bochor age, hate gona koyekjon manush aar kichhu shared dreams niye je journey shuru hoyechhilo, aaj sheta ekta vibrant and growing community-te porinoto hoyechhe. Pichhone phire takale, ei transformation dekhe mon bhore jay. But for me, the true measure of our success is not just the growth in our numbers or the scale of our celebrations. Our greatest achievement is that we have grown into one big family.

Different backgrounds, different professions, different generations — yet united by a common bond, a shared culture and a genuine sense of belonging. Ei association-er shobcheye shundor dik holo je, amra shudhu ekshonge festival celebrate kori na; amra eke oporer shonge anondo share kori, difficult times-e pashe thaki, friendships toiri kori and create memories that go far beyond the Puja celebrations. Slowly, what began as a small community has become a family where relationships matter more than designations, togetherness matters more than individual differences, and every member has a role to play.

BCA is not just an association we belong to; it is a family we have built together. And this feeling of being one family is something I hope we will always cherish, nurture and pass on to generations to come.

Durga Puja, after all, is much more than a festival. It is an emotion that connects us to our roots, our beloved Bengal and our cultural heritage. It is a time when traditions bring back cherished memories, our children discover the richness of our culture, and friends and families come together in the spirit

of Maa Durga. Through our Puja, cultural programmes, picnics, football, cricket and above all Adda, we aim to keep this heritage alive while creating a warm, inclusive home away from home for everyone.

Reaching this fifth milestone is a matter of immense pride, and it would not have been possible without the collective efforts of our Working Committee, task force members, volunteers, sponsors, performers and every member of our community. Tomader shomoy, dedication, support aar bhalobasha chara ei journey eto shundor hoto na. My heartfelt gratitude to each one of you.

As we celebrate five wonderful years, let us remember that our real strength lies not in how big we become, but in how closely we remain connected as a family. Growth will bring new opportunities and challenges, but as long as we stand together, respect one another and keep our collective spirit alive, there is no limit to what we can achieve.

May BCA continue to grow from strength to strength, may our cultural heritage flourish, and may the warmth of our community always make everyone feel that they belong.

Maa Durga shobar jibone shukh, shanti aar shomriddhi niye ashun. Amader ei poribarer bondhon jeno prottek bochor aro majboot hoy, aar amra shobai mile ei shundor journey-ta aro bohu bochor dhore egiye niye jete pari.

Wishing you and your families a joyous, memorable and blessed Durga Puja.

Shubho Sharodiya! Shubho Durga Puja! Shubho Bijoya!

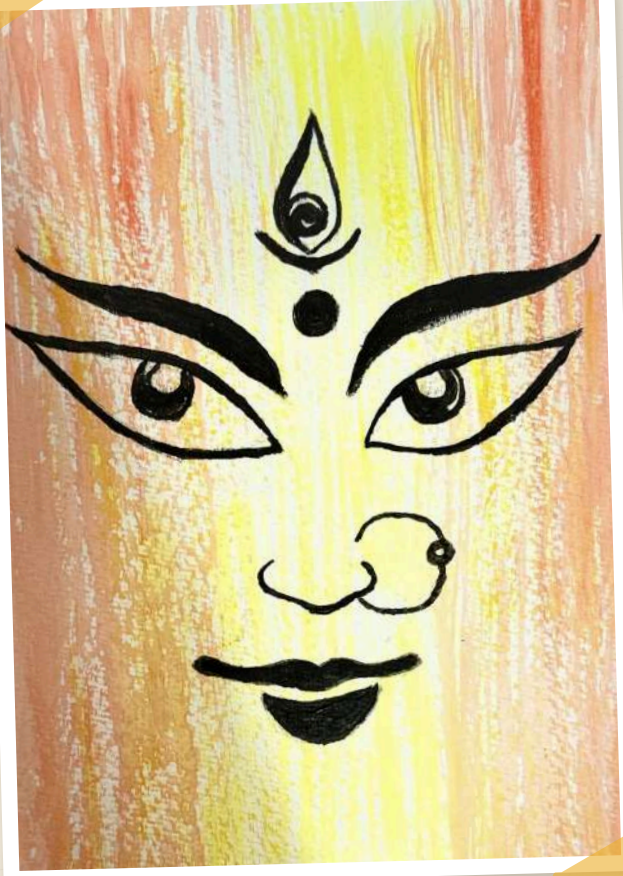
With warm regards and gratitude,

Sanjay Das Gupta

PRESIDENT · BENGALI CULTURAL ASSOCIATION



The BCA family, Durga Puja 2025



Sudeshna



Shanaya, 9 years

কবিতা POEM

আগমনীর গান

Agomonir Gaan · a song for Uma's homecoming

Tanwi Manna

নীল আকাশে ভাসছে দেখো
সাদা মেঘের ভেলা
পদ্ম শালুক জলের মাঝে
করছে কত খেলা।

মাঠে ঘাটে মাথা তুলে
দাঁড়িয়ে কাশ ফুল
সকাল বেলায় শিউলি গাছে
শিশির ধোয়া ফুল।

শরৎ হাওয়ায় শুনছি যেন
মধুর পদধ্বনি
আসছে উমা সানাই সুরে
বাজছে আগমনী।



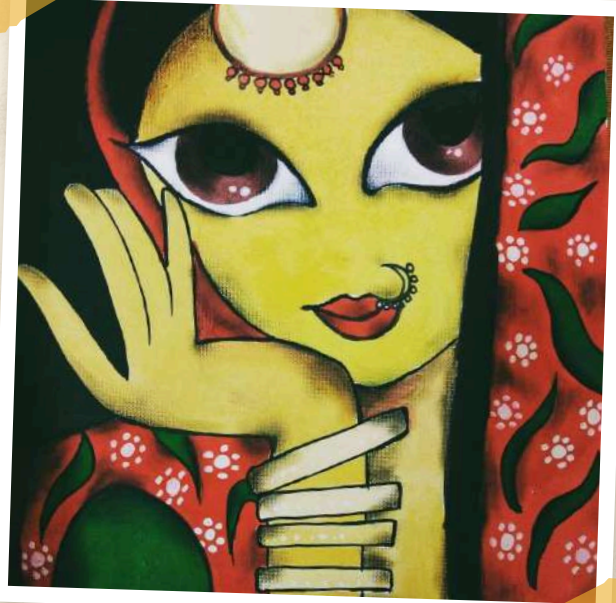
ছবি ART

জলছবি

Jolchobi · the community gallery



Beas



Asmita



Sudeshna



Audity

ছবি ART

রেখা ও রং

Lines & colours



Mandalas · Vaishali



Warli · Vaishali



Ishika

ভ্রমণ TRAVEL

মাসাইমারার দু রাত্তির

Two nights in the Masai Mara, Kenya

অর্ণব সরকার • Arnab Sarkar

● স্যাম বলল ‘কেনিয়াতে ৪০ এর উপর উপজাতি (Tribe) আছে, আমিও তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু শুধু মাসাইরাই এখনও নিজেদের ট্র্যাডিশন ধরে রেখেছে, পুরোপুরি আধুনিক হয়নি।’ স্যাম হলো আমাদের ড্রাইভার আর গাইড। দিব্যি ঝরঝরে ইংরাজি বলে, কেনিয়াতেও আসলে ব্রিটিশদের রাজত্ব ছিল তো। কেনিয়া ঘুরতে গিয়ে আন্সোসেলি ন্যাশনাল পার্কে আফ্রিকার দাঁতাল হাতি, নাইভাসা লেকে আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র জন্তু জলহস্তী আর নাকুডুতে সিংহ, লেপার্ড, দুই শিংওয়ালা গণ্ডার, ফ্লেমিংগো এইসব দেখে যখন ভাবছি সবই তো দেখে ফেললাম, তখন বলিউড সিনেমার ভক্ত স্যাম বলল ‘পিকচার অভি বাকি হয়, মেরে দোস্ত’। কারণ, মাসাইমারার দুটো রাত তখনও বাকি যে।

নাকুডু থেকে মাসাইমারা গাড়িতে ৫ ঘণ্টার রাস্তা। স্যামকে বললাম আন্দামানের জারোয়াদের কথা। সব শুনে ও বলল মাসাই আন্দামানের জারোয়াদের মতো অতটাও আলাদা থাকে না। মাসাইদের বাচ্চারা এখন স্কুলে গিয়ে ইংলিশ আর সোয়াহিলি (পূর্ব আফ্রিকার জাতীয় ভাষা) শেখে।

মাসাইমারা যাওয়ার পথে পড়ে গ্রেট রিফট ভ্যালি। দীপাঙ্ঘিতার মুখ হাঁ হয়ে গেলো এটা দেখে। সত্যি তো যারা ভূগোল নিয়ে পড়াশুনা করেছে, তাদের কাছে এটা প্রকৃতির তৈরি সপ্তম আশ্চর্যের থেকে কোনো অংশে কম না। সিরিয়া থেকে শুরু হয়ে রেড সি পেরিয়ে মোজাম্বিক পর্যন্ত ৬৫০০ কিলোমিটার লম্বা হলো এই ভ্যালি। গাড়ি দাঁড় করিয়ে কয়েকটা ফটো তুলে এবার চলা শুরু হলো।

আমাদের ট্যুর ম্যানেজার সন্ত দা বেশ মজার মানুষ। বিয়ে থা করেনি, প্রচুর দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু মাসাইমারা প্রথম বার যাচ্ছে। তাই আমাদের সবার মতোই একসাইটেড। লাঞ্চ ব্রেকে আমাকে বলল, বুঝলে অর্ণব, মাসাইমারাতে আমরা জঙ্গলের মধ্যে টেন্টে থাকব, তাই সব কিছু সুবিধা থাকবে না। যাবার পথে নারোক টাউনে থেমে কিছু শুকনো খাবার দাবার (চিপস, কোল্ড ড্রিংক) কিনে নিতে হবে। আমরাও হাসাহাসি করে বললাম, তাহলে নরক দর্শন করেই নেওয়া যাক। শুনে স্বপন বাবু আর অজিত বাবু বলে উঠলেন অশান্তি, অশান্তি। আসলে সোয়াহিলি ভাষায় ধন্যবাদ কে বলে ‘আসান্টে’, এটা জানার পর থেকেই ওরা মাঝে মাঝে ‘অশান্তি অশান্তি’ করে চৈঁচিয়ে উঠছিলেন। ওখানকার সহজ সরল মানুষগুলো ‘Thank you’ বলছে ভেবে উত্তরও দিচ্ছিল, ‘কারীবু’, যার অর্থ হলো ‘Welcome’। নারোক টাউনে গিয়ে দেখলাম খুব ভালো আভোকাডো পাওয়া যাচ্ছে, দাম ও খুব কম। সন্ত দা কে বললাম, ফেরার সময় আভোকাডো কিনতে হবে, আবার নরক দর্শন করা চাই ই চাই।

রাস্তায় আসতে আসতে কিছু জন্তু জানোয়ার চোখে পড়ল। তার মধ্যে বেশি দেখলাম জিরাফ। আফ্রিকার জিরাফের গায়ের রং, ডিজাইন, উচ্চতা অনেক রকমের হয়। এক রকম জিরাফের পায়ে সাদা রং, মনে হবে লম্বা সাদা মোজা পরা। শুধু জিরাফদের নিয়েই মনে হয় আলাদা গল্পো লেখা যায়। আমরা যখন জিরাফদের দেখছিলাম, ওরাও আমাদের খুব মন দিয়ে দেখছিল। মনে হয় বলছিল, এই অদ্ভুত দেখতে উজবুক গুলো কোথা থেকে এলো!



মাসাই বন্ধুর সঙ্গে · with a Masai host



মারা নদীতে জলহস্তীর দল · hippos in the Mara

মাসাইমারা পৌঁছেই চলে গেলাম মারা নদীর ধারে মাসাইদের গ্রাম দেখতে। মাসাইদের গ্রাম দর্শনের জন্য জনপ্রতি ২৫ আমেরিকান ডলার (USD) লাগে। মানে, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৫০০ টাকা। আমাদের গাইড স্যাম আগে থেকে কথা বার্তা বলে রেখেছিল মাসাইদের সঙ্গে। গাড়ি থেকে নামতেই গ্রামের মোড়ল এগিয়ে এসে বলল ‘সোফা!’ সন্তু দা বলল ‘না, না, ৫ ঘণ্টা গাড়িতে বসে এলাম, এখন আর সোফাতে বসবো না।’ মাসাই মোড়ল হেসে বলল, সোফা মানে মাসাইদের ভাষায় ‘Hello’। মাসাইদের গ্রামে স্বাগতম। প্রথমে মাসাই ছেলেরা তোমাদের মাসাই ডান্স দেখাবে। তোমরা যতখুশি ফটো আর ভিডিও তুলতে পারো। মনে পড়ে গেলো আন্সোসেলিতে একটা মাসাই এর ফটো তোলার জন্য আকুলি বিকুলি করছিলাম আমরা, দীপক বাবু তো ৫০০ কেনিয়া শিলিং খরচ করে ফটো তুলেছিলেন। যাক এখানে অনেক ফটো তোলা যাবে মাসাইদের সঙ্গে।

মাসাই ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, মাসাই ছেলেরা একটু বড় হলে জঙ্গলে গিয়ে ৭-৮ মাস কাটাতে হতো। তার মধ্যে একটা সিংহ মারতে হতো, তবে গ্রামে ফিরে বিয়ে করার যোগ্যতা লাভ করত। অস্ত্র বলতে একটা বড় ছুরি। এখন অবশ্য সেই ট্র্যাডিশন নেই। এখন নাকি ছেলেরা মেয়েদের ইমপ্রেস করে কে কত উঁচু লাফাতে পারে তাই দিয়ে। যে যত লাফায়, তার কদর তত বেশি। নাচের সময় সেকি লম্বা লম্বা লাফ দিচ্ছে মাসাই ছেলেরা। অলিম্পিকে গেলে নির্ঘাত পদক আনবে। নাচের সঙ্গে চলেছে ওদের কিসব মন্ত্র পাঠ আর এন্টিলোপের শিংয়ের তৈরি বিশাল বাঁশি বাজানো (ওটা হাতে নিয়ে আমার একটা ছবি আছে)। আমরা কয়েকজন মাসাইদের সঙ্গে একটু নেচে নিলাম। একজন মাসাই আমাদের ওদের লাল কাপড়ে তৈরি চাদর পরিয়ে দিলো।

মাসাইদের আঙুন জ্বালানোর প্রাচীন পদ্ধতিও দেখালো। তারপর দেখলাম মাসাই মেয়েদের ডান্স।

মাসাইদের ঘর কিরকম হয়, সেটাও ঘুরিয়ে দেখালো একজন মাসাই। খুব ছোট্ট মাটির ঘর, বাঁশের স্ট্রাকচার। সেই স্ট্রাকচারে ঘুন ধরলে প্রতি ৮-৯ বছর অন্তর ওদের নতুন বাড়ি বানিয়ে চলে যেতে হয় অন্য জায়গায়। ঘরের মধ্যে আলো নেই বললেই চলে। তার মধ্যে বড় আর বাচ্চাদের আলাদা ঘর আর রান্না করার জায়গা।

মাসাইদের হাতের তৈরি নানা রকম সুন্দর জিনিস বিক্রি করছিল। সিংহের দাঁতের মালা, গণ্ডারের শিংয়ের তৈরি জিনিস ইত্যাদি। মেয়ের জন্য একটা বুনো মোষের শিংয়ের তৈরি লকেট আর ঘরে ঝোলাবার জন্য একটা মুখোশ কিনলাম।

সন্ধ্যার মুখে চলে এলাম টেন্টে। টেন্টে দেখে তো সবার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। এ যে সত্যিকারের দেওয়াল ছাড়া শুধুই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ঘর। একটা হাতিতে লাথি মারলে উড়ে যাবে তো! এখানেই আমাদের দু রাত কাটাতে হবে!! তবে টেন্টে আমাদের ঘরে ৩টে বিছানা ছিল, সঙ্গে অ্যাটাচ বাথরুম। আমাদের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি সব সময় কমপ্লেইন করে যাচ্ছিলেন। শুনলাম উনি গজগজ করছেন, ইন্টারকম নেই, ফোন নেই, খুব খারাপ ব্যবস্থা ইত্যাদি। ইনি মনে হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের জয় বাবা ফেলুনাথ-এর গল্পো থেকে উঠে এসেছেন!

তাড়াতাড়ি ডিনার করে শুয়ে পড়লাম, পরদিন সকাল ৬টায় শুরু হবে মাসাইমারা জঙ্গলে সাফারি। রাত ৯টা বাজতে না বাজতেই অনেক রকম আওয়াজ শুরু হলো। হায়েনার হাসিটা চিনতে পারছিলাম। বাকিগুলো চিনতে না পারলেও আমাদের টেন্টে আশেপাশেই কারা যেন জোরে নিশ্বাস ফেলছিল, সেটা খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। ঘুম তো মাথায় উঠল। সবাই বিছানার উপর বসে ইষ্টনাম জপ করছি তখন। বিয়াস সাহস করে উঠে ছোট ছোট জানালা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু আওয়াজ বেড়ে যাওয়ায় ভয় পেয়ে আবার বিছানায় উঠল। বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে উঠে এক মাসাই ভাইয়ের কাছে শুনলাম হায়েনা, হাতি আর জেব্রা এসেছিল।

ওরা রাতে পাহারা দিচ্ছিল। সঙ্গে বড় বড় ছুরি আর টর্চ। হাতি, হায়েনা এইসব এলে ওরা তাড়িয়ে দেয়, যাতে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি, জেব্রাদের অবশ্য তাড়ায় না।

সকাল ৬.৩০টায় ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম মাসাইমারা অভিযানে। স্যাম বলল আজকের দিনটা তোমাদের সারাজীবন মনে থাকবে।

ফরেস্টে ঢুকতেই এক বরাহনন্দন বড় বড় দাঁত বের করে ‘পুমবা’ বলে চলে গেলো। মনে হলো খুব তাড়া আছে। শুনে বুঝলাম লায়ন কিংয়ের দেখা পেতে বেশি দেরি নেই। স্যাম বলল সব থেকে বোকা

প্রাণী হলো এই বুনো শুওর। হয়তো কখনও সিংহ তাড়া করেছে, একটু দৌড়ে ওরা ভুলে যায় কেনো দৌড়াচ্ছিল, আবার দাঁড়িয়ে ঘাস খেতে শুরু করে। ততক্ষণে সিংহ মামা হয়তো ঘাড়ের কাছে।

মামা কে খুঁজছি শুনে মামী বলল ‘এত সকাল সকাল এসেছিস কেনো, প্রাতঃকৃত্য করা হয়নি এখনো’। তারপর ঝোপের দিকে যেতে যেতে আবার আমাদের দিকে ঘুরে মাত্র ৫ হাত দূরে প্রাতঃকৃত্য করলো। মনে হয় বলছিল, ‘এত দূর থেকে এসেছিস, ফুল প্যাকেজ দেখে যা। একটু এগোলেই ব্রেকফাস্ট করা দেখতে পাবি।’

সত্যিই একটু এগোতেই দেখতে পেলাম একটা বুনো মোষ মেরে কয়েকটা সিংহি বাচ্চা নিয়ে মনের সুখে প্রাতরাশ সারছে। এতো চোখের সামনে NatGeo Wild!

তারপর দেখলাম লেপার্ড হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। একটা চিতা বাঘের পিছন পিছন গাড়ি নিয়ে অনেকদূর গেলাম। অজস্র বুনো মোষ, ওয়াইল্ড বিস্ট আর জেব্রা। কথায় বলে না ‘ওস্তাদের মার শেষ রাতে’। মাসাইমারা হলো আমাদের কেনিয়া সফরের সেই ওস্তাদ।

কিছুক্ষণ পর গেলাম কেনিয়া, তানজানিয়া বর্ডারে। এক পা কেনিয়াতে আর এক পা তানজানিয়াতে রেখে ফটো তুললাম। স্যাম বলল চলো একটু সেরেন্জেটি জঙ্গলটাও ঘুরিয়ে দি। সেরেন্জেটি ঢুকতেই দেখা পেলাম কেশরওয়ালা পশুরাজ সিংহের। দুই ভাই বসে গল্পো করছিল, আমাদের বিশেষ পাত্তা দিলো না। আমাদের সঙ্গে কফি ছিল, দীপাঘিতার ইচ্ছে ছিল সিংহের সঙ্গে কফি খাবার, কিন্তু সিংহ অফার একসেপ্ট করলো না, তাই সিংহদের দেখিয়ে দেখিয়ে একাই কফি খেলো। দেখা মিলল wild cat-এর, খুব দুর্লভ দর্শন।

ঘুরতে ঘুরতে কখন ৪ ঘণ্টা কেটে গেছে। একটা হায়েনা দেখছি হরিণদের তাড়া করেছে। স্যাম বলল ছেলেরা যদি প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চায়, তাহলে ২ মিনিটের জন্য গাড়ি থেকে নেমে হালকা হতে পারে। নেমে গাড়ির পিছনের দিকে দাঁড়াতেই দেখলাম সেই হায়েনাটা দৌড়ে আসছে। হরিণের বদলে যদি আমাকে

পছন্দ হয়ে যায় এই ভেবে, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লাম। মারা নদীর ধারে জলহস্তীদের জলকেলি দেখতে দেখতে লাঞ্চ করলাম। সঙ্গে বিশাল বিশাল কুমির রোদ পোহাচ্ছে। কয়েকটা বেবুন আশেপাশে ঘুরছিল খাবারের ধান্দায়। এক স্প্যানিশ মহিলার প্যাকেট কেড়ে নেবার উদ্যোগ করেছিল, গাইডের তাড়া খেয়ে আবার জঙ্গলে সৈঁধিয়ে গেলো। আসলে আমরাই তো ওদের কাছে অনুপ্রবেশকারী।

লাঞ্চের পর এক জায়গায় দেখলাম ঝুঁটিওয়ালা একটা বড় পাখি মার্চ করার মতো লেফট রাইট করতে করতে যাচ্ছে। তার পিছনে আর একটা পাখি ঘুরঘুর করছে। স্যাম বলল এর নাম সেক্রেটারি বার্ড। সামনেটা.....ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম এই প্রথম কে ফিমেল, কে মেল সেটা আগেই বুঝে গেছি। আর ওরা মার্চ করছে না, পা দিয়ে ঠুকে ঠুকে পোকা মেরে খাচ্ছে। দেখে আমাদের মুখ হাঁ।

যখন মনে করলাম সব দেখা হয়ে গেছে, আবার চমক। কেশরধারী বিশাল এক সিংহ খাবারের দিকে এগোচ্ছে। বুনো মোষ মেরে পাহারা দিচ্ছিল একজন সিংহী, হায়েনা আর শেয়ালের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখছিল। হায়েনা আর শেয়াল উঁকি ঝুঁকি মারছিল, খাবারের আশায়। সিংহ এসে পড়ায়, তারা লাগলো দৌড়। মামা আগে পেট পরিষ্কার করলেন, তারপর খাবারে মন দিলেন। Absolute cinema!

ওদিকে ধীরে ধীরে সূর্যাস্ত হচ্ছিল। সে এক অদ্ভুত মুহূর্ত। মাসাই মারার সোনালী আলো মেখে আমরা ফিরলাম টেন্টে। স্যামের সকালে বলা কথাটা মনে পড়ল, সত্যি এই দিনটা জীবনের এক স্মরণীয় দিন! সেদিন রাতে জন্তুদের ডাক আর এতটা ভয়ঙ্কর লাগেনি, ভালোই ঘুম হয়েছিল।

মাসাই মারার দুটো রাত সত্যি কোনোদিন ভুলব না।

পুনশ্চ: ফেরার পথে নরক দর্শন করে আভোকাডো কিনেছিলাম, অপূর্ব তার স্বাদ। 🌟

১৪.০৯.২০২৬



সপরিবারে, কেনিয়া-তানজানিয়া সীমান্তে · the family at the border



পশুরাজ, বিশ্রামে · the king at rest

কবিতা POEM

...and brings us all home

Vanshika Rupesh



The world quickens as the Pujo draws near
All is aglow with excitement and cheer
For Maa Durga is nearly here.

The sweet scent of prosad weaves its way
through the air that is colored with
the melodious singing of the Rabindra Sangeet
to the harmonium
while the children dance and act to the timeless
Bengali stories and songs
Amidst it all, the crazed laughter from the
practice of our play keeps us all on the edge of
our seats.

Months of effort and organization draw the
most beautiful picture of our Maa in all her
majesty
A universe of marigold and shiuli adorn her
and the walls around
There is no fatigue in our bodies though as our
hearts beat to the rhythm of the dhak
and we dance together in circles, twirling and
clapping in our new dresses
The sindoor applied by the hands of all sizes
paint everything red
The color of courage and power



Maa Durga · Riyanshi

The sounds of laughter and shrieks overpower
the dhak
but in all its festivities and noise
the pujo calms the soul and brings us all home.

To family and friends in the celebration of our
culture,
of Maa Durga,
and of all our talents and efforts

“Aashche bochor, aabar hobe”

At the end of the 5 magical days,
Though the art is taken down, and the marigold
roses
are packed away with our Maa's face
the dances we learned
the songs we sang,
the family we found
remain bound within our hearts forever

So we pray in joyful anticipation for the Maa's
return next year,
While rejoicing at the time we had together

গল্প STORY

Dinur Raat Jaaga

দিনুর রাত জাগা · Dinu's sleepless night — Tamojit Kumar Manna (Rishi)

Kodin holo Dinur gorom kaler chuti poreche, aar taar shathe FIFA world cup o cholche, tai se pray protidin i raat jege jege khela dekhe, tarpor jothariti shokal belay uthte deri hoye jai, aar uthte na uthtey baba, maa nalish-channel er frequency catch kore Dinu ke bole “lath shaheb uthlen, kothaye gorom chuti ta utilise kore lekha pora ektu egie rakhbe, taar to kono naam gondho nei, uni kina raat jege khela dekhe amar gushti ke uddhar korchon.” Dinu tokhon mone mone bhabe world cup shesh holei baba, maa ke dekhiye debe je se raat jege shudhu khela dekhe na, pora shuna o korte paare.

World cup jothariti shomay moto shesh o holo, aar Dinur porar raat o ghoniye elo, Sei raat Dinu buk chitiye gola theke ekta hunkaar baar kore bollo “Baba maa tomra shute chole jao, ami pore shute jabo”. Ei shune, Dinur Baba ekta tachil-ler hashi heshe shute chole gelo.

Dinu moner agun jaliye porte boshe gelo, kintu jong-dhora machine ar dour aar koto dur. 30 minutes jete na jetei Dinur ghum ghum pete laglo. Dinu ekta calculus problem ke eiya boro hai tule welcome janalo, Hai tolar por chok khulitei Dinu dekhlo taar opposite chair ekta naari murti boshe aache, prothome se ektu bhoite pelo, tarpor se chok rogre abar porikha korlo se theek dekhche kina? Se abar take dekhte pelo, ekhon se taar notun nailpolish kora nails gulor dike khub monojog die takye nara chara korche. Dinu kapa kapa golaye bollo, Shakchunni madam apnar ki chai, Nari murti ta naaki naaki golaye bole uthlo, Shakchunni? Aami Shakchunnir moto dekhte? Manchi ektu boyesh er bhaare chok er tolaye kaali poreche, kintu aami holam shoyong Saraswati. Ai shune Dinu chair er pichone lukiye bole, sheto amar maer o boyesh onek, kintu make

up korle bojha jaye na, Aar apnar baba to Deba-Di-Deb Mahadeb, bhola moheswar, amar babar moto to kipte na, apnake make up kine dei na?

Nari murti ta ektu dukho aar hotasha misrito konthe bollo “Aar ki bolbo borolok barir meyeder koshto, ekhon to bajar e makeup artist e nei, Shobai amar maa, tomader Durga maa ke niye besto, bole kina oshob side character der jonno amader shomaye nei. Apni Saraswati pujor kacha kachi ashun. Kintu emon paaaji sob Saraswati pujor kacha kachi gele, bole oshob nepotism er product der shajale bajar e bodnam hoi, lok chhi chhi kore, apni to abar apnar maer moto fame o korte paren ni.”

Ami bollam aha! sey to thik ache, apni tahole gorib manush er pothdhoti chesta kore dekhun, self service, Nari murti bollen, taa ki aar chesta kori ni babar khache gechilam to Sephorar er makeup kine dewar abdar korte, bhablam ami Madhuri Dixit er moto Sephora make-up kine dhei dhei kore chhuri shajbo aar nachbo, Baba gambhir golaye bollo “amar matha theke nadir jol pore, taka pore na”, Tumi jano shongshar chalate koto khorecha hoy? tomar bhaiyer er psychiatrist er khorecha? Se naki kola bau ke biye koreche bole depression e chole geche. Tarpor tomar maa business class chara morte travel koren na, abar Louis Vuitton er bag o chai pherar shomaye, jinish pottor anar jonno. Taa aamar Madhuri Dixit er moto aaja nachle naachar shakh, shara jibon er jonyo shopnoi roye gelo.

Sey to noy bujhlam je apni dekhte Madhuri Dixit theke shakchunni marka hoye gachen, kintu apnar gola oirokom shakchunnir moto holo ki kore? Nari Murti ta bole uthlo sey ek bejay dukher kotha, “Instagram e shob meye chelera emon beshuro reel banache je oi gulo dekhe amar dopamine spike hocche na, decline

hocche tai tader gaane shur dhokate dhokate amar gola tai bhenge gelo”. Ami bollam, accha ta tomar Bina dekhao dekhi, nari murti ta bollo, oi shob Bina tina ami use korina sey shob addi-kaler bepar shepar, ami heavy modern ei to electric Sitar er order diyechi Temu theke, toiri hole oita niye ghure berabo.

Dinur halka halka bishwash holo, se chotpot mathay ekta scheme khatiye nilo, Saraswati maa ke jigesh korlo, taa apnar ID kichu aache? Saraswati maa shada chok chok e passport baar korlo, Dinu muchki heshe bollo, Aare passport to ekhon Only travel document, identity proof noi, oi shob dekhiye kichu kaaj debe na, apni apnar birth certificate ta dekhun. Saraswati Maa obak hoye bollo, amar birth certificate? Baba, eto dinosaur er birth certificate chawar moto, Oi shob ekhon ami kotha theke pai bolo. Dinu bhablo eito target jaal e dhora geche, Dinu bollo thik ache, eito school khulei amar calculus er porikha tumi jodi sey shomaye amar kadhe eshe bosho aar ami bhalo number pai tobei bishwash korbo.

Jodi tumi Saraswati e hao tahole ekta deal dicchi tumi amar protti porikhaye kadhe chapbe aar, ami tomaye maaer Sephorar makeup debo tarpor Madhuri Dixit hoye “aaja nachle nachle mere yaar” necho. Saraswati maa er mukh ta chok chok kore uthlo aar shonge shonge raaji hoye gelo.

Tarpor aar ki, Dinu nischite ghumate chole gelo, tarpor 2-3 din Dinu baba maa er tika tip-punni shojjo korlo, tarpor calculus e bhari number peye baba ke result chure dilo. Baba ektu obak hoye dekhe kichu bollo na, Tarpor theke Dinu nischinte ghumato aar porikha e bhalo bhalo number niye aasto.

Ei holo, Dinur ekdin er raat jagar golpo. 🌟

আমাদের কথা COMMUNITY

গত পুজোর অ্যালবাম

Durga Pujo 2025, in frames

দশমী · সিঁদুর খেলা
Bijoya Dashami



ছোটদের দল
the littlest Bengalis



লালপাড়ের সারি
the laal-paar brigade



নাচ
dance



গান
the band



আবার হবে!
till next year



আমাদের কথা COMMUNITY

আমাদের বছর

Community & media

Probashi Pujos go for bigger and more ambitious themes despite rising costs



Sundas Jawed

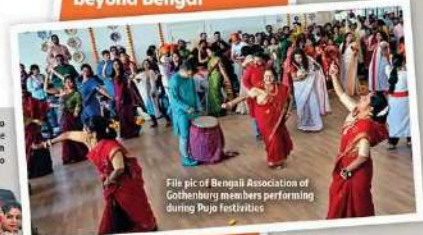
Conflicts have been pushing up the cost of logistics across the world in recent months. But that hasn't stopped probashi Bengalis from dreaming big when it comes to Durga Puja. Across continents, Bengali associations are finding new ways to make the annual celebration feel rooted yet relevant. "We are navigating these financial challenges through early planning, stronger community fundraising and structured sponsorship drives this year," says Pratyush Banerjee, general secretary, Sujon - Bengali Association of 1 island in Dublin.

Taking Kolkata's Pujo spirit to Barcelona

The Bengali Cultural Association of Barcelona is marking its fifth year with an ambitious attempt to bring the look and feel of a traditional Kolkata Puja to Spain. "We're sourcing its entire Puja decor from Kolkata. Every element has been handpicked by a professional pandal artists. At the centre of it all stands a 13-foot Ek Chola Durga pratima, sourced directly from Kumartuli," says Roshni Mukherjee of the association.



Theme Pujos take root beyond Bengal



Theme Pujas are gaining ground among Bengalis overseas, with organisers increasingly using art, storytelling and local participation to explore identity and belonging. "We were the only organisation doing theme Pujas in New Jersey, but this year there are three more theme Pujas," says Shikha Chandra, member, Trinnyani, Plainsboro, in Sweden, the Bengali Association of Gothenburg is taking a similar approach, using its Puja theme to explore ideas of home, memory and belonging. "At our association, we have always tried to use our Puja to tell a story about Bengal in a meaningful way. This year's theme is Beyond the Gateways of Bengal," says Somnath Dana, secretary of the association.

For those who live abroad, Puja has a great emotional significance. It makes us feel close to our families back home

- Bhaskar Bhattacharjee, organising committee member, Prayash UK

Probashi communities are not just preserving Bengali culture abroad, but are also creating a global market for artisans, priests, musicians, or dhakis

- Priyanka Ganguly

In the news · Calcutta Times, 2026 — "Probashi Pujos go for bigger and more ambitious themes despite rising costs"



স্মৃতিকথা MEMOIR

সন্ধিপূজা

সুনন্দা গাঙ্গুলি • Sunanda Ganguli

Sandhi Pujo · the forty-eight minutes
where Ashtami meets Navami

Lighting the 108 lamps, BCA Durga Puja
2025

১লা অক্টোবর ২৫, বুধবার

● এবারে সোদপুরে আমার ছোট মেয়ের স্বশুরবাড়ির প্রতিবেশী শ্রী কল্যাণ সমাজপতি বাবুর বাড়ির দুর্গা পূজো উপলক্ষে আমরা সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। দিনটা ছিল মহাষ্টমী। একেবারে ঘরোয়া পূজো। ঠাকুরঘরের মেঝেতে মা দুর্গার একচালা মূর্তি পূজিত হচ্ছেন। মা লক্ষ্মীর সামনে শ্রী কার্তিক এবং মা সরস্বতীর সামনে শ্রী গণেশের মূর্তি। একটু অন্যরকম। বংশানুক্রমিক এই পূজো এই বছরে ২০৫ বছর পূর্ণ করল। বাড়ীর কর্তা, গিন্নি, ছেলে, মেয়ে ও জামাই সবাই মিলেই এই পূজোর আয়োজন করেন।

পুষ্পপাত্র গোছানো, নৈবেদ্যের ফল কাটা, পুরোহিত মহাশয়ের হাতে হাতে জোগাড় দেওয়া, এমনকি প্রাত্যহিক ভোগের বিশাল আয়োজন - সবই এই কয়জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সবাই কত খুশী মনে আনন্দিত চিন্তে দেবী সেবার কাজ একাগ্র মনে করে যাচ্ছেন। কল্যাণবাবুর এক বোন শুধু মায়ের ভোগ রান্নার সহায়তা করবার জন্য উপস্থিত আছেন।

পূজোয় ঢাক বাজানোর জন্য কল্যাণবাবুর একমাত্র ছেলেই যথেষ্ট। পূজোর চারদিনের ঢাকের বোল, ছন্দ ও লয় যে আলাদা আলাদা হয় তা আমি ওর কাছ থেকে প্রথম জানলাম।

পুরোহিত মশাই নৈহাটির বড়মার মন্দিরের পুজারী। বেশ লম্বা চওড়া, ফর্সা, স্বাস্থ্যবান মানুষ। শুদ্ধ সুন্দর সংস্কৃত উচ্চারণ - আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান পুজারী। এবারে সন্ধিপূজার সময় পড়েছে দুপুর ১টা ২১মিনিটে। আমরা তাড়াতাড়ি পূজোর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমরা ছাড়া আরও বহু পরিচিত, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীর দলও আমন্ত্রিত। বাড়ী ভর্তি লোক।

নিয়ম বিধি মেনেই যথাসময়ে সন্ধিপূজো শুরু হল। মহাষ্টমীর ২৪মিনিট ও মহানবমীর ২৪মিনিট এই ৪৮মিনিটের মধ্যেই সন্ধিপূজো সমাপ্ত করতে হয়। পুজারী মশাই ষোড়শ উপচারে ভক্তিভরে পূজো করে চলেছেন আর পিছনে আসনে করজোড়ে বসেছিলেন কল্যাণবাবু। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখি তিনি উঠে বাইরে এলেন। একটা খবরের কাগজ খুলে মাটিতে পাতলেন। কাগজের উপর দুটি ইট ওপর রাখলেন। তার ওপর মোটা গঙ্গা মাটির প্রলেপ। গঙ্গা মাটির উপর একটি বেশ বড় মোটাসোটা শশা আর তার ওপর চালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি একটি নিখুঁত পুতুল। প্রথমে এটি কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল, পরে সরানো হল। চোখ-নাক-মুখ আঁকা পুতুলের মাথায় সিঁদুরের বড় ফোঁটা। পুরোহিত মশাই একটি ঝকঝকে কাঁসার থালায় পুতুলটি মা দুর্গার কাছে উৎসর্গ করে কল্যাণবাবুর হাতে দিলেন। তিনি সেটিকে পুনরায় শশার ওপর স্থাপন করলেন। এটা যে বলিদান পর্বের প্রস্তুতি তা আমার পূজার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতেই পেরেছিলাম।

যে কারণে আজ লিখতে বসেছি সেটা তোমাদের সবাইকে শোনার ইচ্ছেটা এতই প্রবল হয়েছিল যে আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি। তাহলে শোনো এবার -----

কল্যাণবাবু একটি দা নিয়ে এলেন। হাঁটু গেড়ে বসে মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ঢাক-কাঁসর-ঘণ্টা ও সমবেত উলুধ্বনির মধ্যে এক কোপে পুতুলের শিরচ্ছেদ করলেন। চমকে উঠে দেখলাম ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে চারিদিকে ভরে গেছে। পুতুলের কাটা মুন্ড একটা পাতায় তুলে দেবীকে নিবেদন করা হল। আমরা তো হতবাক!!! আরে এ যে প্রতীকি নরবলি!! প্রাচীন কালের এই ভয়ঙ্কর প্রথা এখনো আমাদের সমাজে কোথাও কোথাও দেবীপূজার অপরিহার্য অংশ রূপে

রয়ে গেছে। হোক সেটা প্রতীক - প্রাচীন সত্য ঘটনার ছায়া মাত্র!!
এখনো এই আধুনিক যুগে??? মনটা এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

কল্যাণবাবু এবারে পুতুলের শরীরটাকে শশা সমেত তিনখন্ড করলেন। পুতুলের তিনখন্ড শরীরটা বাড়ীর সামনে এনে পা দিয়ে দলে দলে একেবারে পিষ্ট করে পিছন ফিরে বড় নর্দমায় লাথি মেরে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, এতে আমাদের শত্রুদের বিনাশ এবং নিশ্চিহ্ন করা হল। শত্রু বলতে ষড়রিপু - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (অহংকার) ও মাৎসর্য (হিংসা)। তারপরে ভোগ নিবেদন ও আরতি করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সন্ধিপূজা সমাপ্ত হল। পরে জেনেছিলাম শশার মুখ কেটে দক্ষ হাতে তার মধ্যে আলতা ভরে এই রক্তের উপস্থাপনা ঘটানো হয়েছে।

নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে এলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ছাড়াও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নরবলির নানান গল্পের কথায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকল।

এই প্রসঙ্গে মনে এলো স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের একটা ভয়ংকর ঘটনা। সেসময় তিনি সারাদিন পথ চলতেন, অযাচিত ভিক্ষা পেলে পেটে কিছু পড়ত, নয়ত উপোষী থেকে সন্ধ্যায় কোথাও একটা আশ্রয় নিতেন।

এভাবে গুজরাট ভ্রমণ কালে একদিন ক্ষুধাতুর পরিশ্রান্ত শরীরে তিনি লিমড়ীতে পৌঁছে শুনলেন কাছেই সাধুদের এক আশ্রম আছে যেখানে খাওয়া ও আশ্রয় দুইই জুটতে পারে। সেখানে যেতেই সাধুরা তাঁকে নিবিষ্ট ভাবে নিরীক্ষণ করে সাদরে তাঁর জন্যে একটা নির্জন ঘর খুলে দিলেন। পথক্রান্ত স্বামীজী ভালভাবে চারদিক না দেখেই আশ্রয় নিলেন। সাধুদের আশ্রম নিয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহও হয়নি।

দু-একদিন পরে অবশ্য তিনি বুঝলেন ঐ সাধুর দল নারী-সঙ্গে বিকৃত সাধনা করে। তিনি ঠিক করলেন রাতে পালাতে হবে। কিন্তু ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ও তিনি নজরবন্দি। পরদিন ঐ ব্যভিচারী সাধুদের পাণ্ডা তাঁকে জানাল শীঘ্রই এক বিশেষ সাধন অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে এবং তাতে সিদ্ধিলাভের জন্য স্বামীজীকে ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করে তাঁর তপস্যার ফল দান করতে হবে। স্বামীজী শুনেছিলেন এমন অনেক তথাকথিত সাধু আছে যারা ধর্মের নামে নানা পাপ কাজ করে এমন কি নরবলি ও দেয়। স্বামীজীর মতন এমন সাত্ত্বিক, সর্বসুলক্ষণ যুক্ত মানুষকে ইষ্ট দেবতার পায়ে উৎসর্গ করতে পারলে ভক্ত সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক মোক্ষ লাভ আটকায় কে? উদ্বিগ্ন হলেও মঠের চৌহদ্দিতে নজরবন্দি স্বামীজী ইষ্টদেবতার স্মরণ নিয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন।

একটা অল্পবয়সী ছেলে স্বামীজীর আকর্ষণে সেখানে আসতো ও তাঁর সঙ্গে গল্প করত। মঠের সাধুরা তাকে সন্দেহ করত না বা বাধাও দিত না। পরদিন ছেলেটি এলে স্বামীজী অল্প কথায় তাঁর বিপদের কথা তাকে জানান এবং একটা খোলামকুচির ওপর কয়লা দিয়ে আশু বিপদের কথা ইংরাজিতে সংক্ষেপে লিখে ছেলেটির হাতে দিয়ে বলেন সেটি লিমড়ীর রাজা ঠাকুর সাহেব বেহেমিয়াচাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে। ছেলেটি কাপড়ের নীচে খোলামকুচিটি লুকিয়ে রাজা সাহেবের কাছে যায় এবং সব জানায়। তার সহায়তায় রাজার রক্ষীরা এসে দুই সন্ন্যাসীদের আটক করে ও তাদের হাত থেকে স্বামীজীকে মুক্ত করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসে। সে যাত্রায় স্বামীজী রক্ষা পান।

তথ্যসূত্রঃ “যুগনায়ক বিবেকানন্দ” (প্রথম খন্ড) – স্বামী গভীরানন্দ।



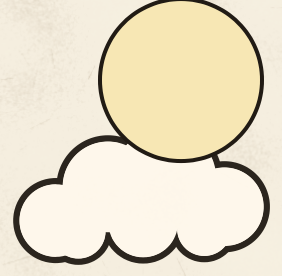
১০৮টি প্রদীপ · one hundred and eight lamps for Sandhi Pujo, BCA 2025

গল্প STORY

সর্বভূতেষু

Sarvabhuteshu · “in all beings”

Subhamoy Deb



● আজ প্রাতে বার্সেলোনা হইতে পোল্যান্ডে আসিয়া পৌঁছাইয়াছি। আগামী তিন মাস কাল এই দেশের এক সুন্দর শহর গদানস্কে বসবাস করিব। গবেষণার কাজেই আসিয়াছি বটে, তবে তাহা দস্তুরমতো শুরু করিবার জন্য মনকে যেরূপ সমস্ত বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহার পায়ে শিকল পরাইয়া, কেবলমাত্র গবেষণার বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হয়, তাহা এখনো হইয়া উঠে নাই। নূতন দেশের নূতন রকমসকম বুঝিয়া উঠিতেই আরো দিনকতক কাটিয়া যাইবে বোধ হইতেছে। যদিও দিনকয় পরে আমার মন ঘাটে ভিড়িয়া নোঙর করিলেই যে একেবারে গবেষণা করিয়া দেশোদ্ধার করিব, এমন বড় বৈজ্ঞানিক বাহাদুর এযাবৎ হইয়া উঠিতে পারি নাই।

যাহা হউক, হোস্টেলের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি ছোট; সাদা দেওয়াল, একখানি খাট, একখানি টেবিল, আর জানালার নিচে একটি রেডিয়েটর, যাহা হাত দিয়া দেখিলাম বরফের মতো ঠাণ্ডা। মুখ-হাত ধুইয়া, কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ সারিয়া শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বার্সেলোনার আকাশ প্রতিদিন সকালে যেন সদ্য ধৌত নীল শাড়িখানি পরিয়া দাঁড়ায়। এই মূলুকের আকাশ দেখিলাম একখানি পুরাতন, বহুব্যবহৃত, ঈষৎ স্যাঁতসেঁতে ধূসর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, উঠিবার কোনো লক্ষণ নাই। বাল্টিক সাগর হইতে উঠিয়া আসা কুয়াশায় সমস্ত আচ্ছন্ন। মনে হইতেছিল, বিধাতা যেন একখানি ভিজা কম্বল দিয়া গির্জার চূড়া, পুরাতন বাড়ির লাল ছাদ, নদীর ধারের কাঠের ফ্রেন সমস্তই যত্ন করিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছেন, পাছে কোনো নবাগত বিদেশী ইহাদিগকে অসময়ে স্পষ্ট দেখিয়া ফেলে।

এই যে কয়েক বৎসর যাবৎ বার্সেলোনায়া বসবাস এবং গবেষণা করিতেছি, এই কয় বৎসরে আমার মনে একটি গোপন অহংকার জন্মিয়াছে, তাহা এইখানেই স্বীকার করিয়া রাখা ভালো। আমি মনে ভাবিতাম, আমি আর নিতান্ত বাঙালি নাই, রীতিমতো বিশ্বনাগরিক হইয়া উঠিয়াছি। স্প্যানিশ ভাষায় কফির ফরমায়েশ দিতে পারি, প্রতিবেশীর সহিত আবহাওয়া লইয়া দুটা কথা কহিতে পারি, ল্যাবরেটরিতে ইতালীয়, জার্মান, মেক্সিকান সহকর্মীদের সহিত এক টেবিলে বসিয়া পিৎজা ভাগ করিয়া খাই। জাতি, ধর্ম, সীমান্ত, এ সকল ক্ষুদ্র কথা আমি বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, এমনই এক প্রসন্ন ধারণা বৃকে লইয়া তিন মাসের গবেষণা-প্রবাসে আমার এই পদার্পণ।

আজ বাল্টিকের ঢেউ দেখিতে বাহির হইয়া অচিরেই বোধ হইল, আমার সেই বিশ্বনাগরিকতা এই অচেনা শহরের অনন্ত ধূসরতার মধ্যে বিশেষ কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পোলিশ ভাষার একটি শব্দও পড়িতে পারি না; দোকানের সাইনবোর্ডে যে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একটি

স্বরবর্ণ খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বৈজ্ঞানিকসত্তার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, নিতান্ত অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হইবার যে অহংটুকু অবশিষ্ট ছিল, বাল্টিকের সফেন বারিরাশি তাহাও গ্রাস করিল। বুঝিলাম, নূতন দেশের প্রথম দিবসে আমি এক পথহারা বালক বৈ আর কিছু নহি।

সারাদিন এইরূপে উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, তখন স্মরণ হইল, আসিবার পূর্বে এক বন্ধু একটি ফোন নম্বর পাঠাইয়াছিল। সে বলিয়াছিল, “গদানস্কে জাহারা বলিয়া একজন আছে, পাকিস্তানের মেয়ে। দরকার হইলে লিখিস।”

এইখানে আর একটি কথা স্বীকার করিতে হইবে, যদিও তাহা লিখিতে কলম কিঞ্চিৎ লজ্জিতও বটে। “পাকিস্তানের মেয়ে”, এই কথাটি শুনিবামাত্র আমার সেই বহুবিজ্ঞাপিত উদার অন্তঃকরণের কোনো এক অন্ধকার কোণে একটি ক্ষুদ্র দ্বিধা মাথা তুলিয়াছিল। তাহা বিদ্বেষ নহে, ভয়ও নহে; তাহা এক প্রকার অভ্যস্ত সংকোচ, যাহা আমরা জন্মাবধি সংবাদপত্রের শিরোনাম, ক্রিকেট মাঠের কোলাহল আর গুরুজনের দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত নিঃশব্দে পান করিয়া বড় হইয়াছি। আমি সেই দ্বিধাটিকে তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়া বসাইয়া দিলাম, এবং নিজেকে বুঝাইলাম, আমি আধুনিক মানুষ, আমার মনে এ সকল জঞ্জাল থাকিতেই পারে না।

সংকোচ কাটাওয়া জাহারাকে একটি বার্তা লিখিলাম। লিখিলাম, আজই গদানস্কে পৌঁছাইয়াছি, অমুক বন্ধুর নিকট হইতে নম্বরটি পাইয়াছি; এ দেশে কাহাকেও চিনি না, তাই যদি কখনো অবকাশ হয়, একবার দেখা হইলে বড় আনন্দিত হইব। পাঠাইয়া ফোনটি পকেটে রাখিলাম। প্রত্যাশা কিছুই ছিল না। বড়জোর ভাবিয়াছিলাম, উত্তর আসিবে, “নিশ্চয়ই, দেখা হইবে,” কিংবা “সময় পাইলে জানাইব।” পৃথিবীর অধিকাংশ পরিচয় এইরূপ দুই লাইনের সৌজন্যেই আরম্ভ হয়, এবং অধিকাংশই সেইখানেই সসম্মানে সমাপ্ত হয়।

যাহা হউক, কুয়াশার মধ্যেই হাঁটিতে লাগিলাম। মতওয়াভা নদীর ধারে মধ্যযুগের সেই প্রকাণ্ড কাঠের ফ্রেনটি কুয়াশার ভিতর হইতে এক বৃদ্ধ প্রহরীর মতো মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; পাথর-বাঁধানো পথে আমার জুতার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। এমন সময় পকেটে ফোন কাঁপিয়া উঠিল। জাহারার উত্তর। প্রথম লাইনটি পড়িয়া আমি কুয়াশার মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

“Hi! Have you eaten anything?”

তাহার পরে লিখিয়াছে, সে আমার জন্য রাত্রে খাবার রাঁধিবে, আমি যেন হোস্টেলে ফিরিয়াই তাহাকে জানাই।

আমি সামান্য অপ্রস্তুত হইয়া লিখিলাম, এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন

নাই, এইরূপ উপদ্রব করিবার অভিপ্রায় লইয়া আমি তাহাকে লিখি নাই; আমি বাহিরেই কিছু খাইয়া লইব, নিমন্ত্রণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, “বাহিরে খাইবেন না। আমি তো নিজের জন্য রাখিতেছি। চলিয়া আসুন।”

ঠাহর হইল, কথাটির মধ্যে অনুরোধের চেয়ে আদেশের সুরই বেশি। কুয়াশাও ততক্ষণে জামার ভিতর দিয়া হাড়ে প্রবেশ করিতেছিল। তাই আর কালবিলম্ব না করিয়া হোস্টেলে ফিরিলাম, এবং আমার সেই প্রায় অপরিচিতা আমন্ত্রণকারিণীর ঠিকানার উদ্দেশে পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

জাহরার বাড়িটি পুরাতন ধরনের, সিঁড়ি কাঠের, প্রতি ধাপে কাঁচ করিয়া শব্দ হয়। দরজা খুলিতেই প্রথমে নাকে আসিল ঘ্রাণ। গরম তেলে পেঁয়াজ, রসুন, আদা আর জিরা একসঙ্গে পড়িলে যে গন্ধটি উঠে, যে গন্ধ ঢাকা হইতে লাহোর আর কলিকাতা হইতে করাচি পর্যন্ত কোনো পাসপোর্ট না দেখাইয়াই অবোধে যাতায়াত করে। আমার পাকস্থলী এতক্ষণ ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চুপ করিয়া ছিল; এইবার সে স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত জানাইল।

দরজার পাশে সারি সারি জুতা খুলিয়া রাখা। আমি কিছু না ভাবিয়াই নিজের জুতা খুলিয়া সেই সারিতে রাখিলাম। দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখা বোধ করি এক প্রকার উপমহাদেশীয় পরিচয়পত্র; ইহা দেখাইলে আর কোনো কাগজের প্রয়োজন হয় না।

জাহরাকে দেখিয়া মনে হইল না যে সে কোনো অপরিচিত অতিথির জন্য গৃহসজ্জায় অথবা নিজের সাজপোশাকে বিশেষ কিছু আয়োজন করিয়াছে। মাথার চুল একটি ক্লিপে জড়ানো, গায়ে একখানি ঢিলা সোয়েটার, হাতে খুস্তি। সে এমনভাবে আমাকে ভিতরে আসিতে বলিল, যেন আমি প্রতি শুক্রবার এখানে খাইতে আসি এবং আজ একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছি। তাহার পোলিশ রুমমেট রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিয়া হাসিয়া বলিয়া গেল, “স্মাচনেগো!” পরে জানিলাম, উহার অর্থ, ভালো করিয়া খাও। বুঝিলাম, এই দেশেও লোকে অতিথিকে দেখিলে সর্বপ্রথম খাওয়ার কথাই বলে।

রান্নাঘরের জানালার কাচ ভাঙে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। উনুনে একটি হাঁড়িতে মাংসের বোল ফুটিতেছে, তাহার উপরে তেলের লাল আভা; পাশে আর একটি হাঁড়িতে ভাত। ভাত! প্রবাসে ভাতের মুখ দেখিলে বাঙালির যে আনন্দ হয়, তাহা যিনি না জানেন, তাঁহাকে বুঝাইবার ভাষা আমার নাই।

আমরা হিন্দিতেই কথা কহিতে লাগিলাম। লক্ষ করিলাম, তাহার হিন্দি খানিক উদ্ভূমিশ্রিত। তাহার ভাষা পরিষ্কার, মসৃণ, প্রতিটি শব্দ যেন যথাস্থানে গিয়া বসে। আমার হিন্দি বাঙালি উচ্চারণের ভায়ে কিঞ্চিৎ খোঁড়াইয়া চলে, এবং লিপ্যভেদের নিয়মগুলি সে প্রায়ই নিজের সুবিধামতো ভাঙিয়া লয়। জাহরা ভদ্রতাবশত আমার ভুল ধরিল না, কেবল একবার মুখ ফিরাইয়া খুস্তি নাড়িতে লাগিল, এবং তাহার কাঁধ দুইটি একটু আন্দোলিত হইল।

খাইতে বসিলাম। প্রথম গ্রাস মুখে দিয়াই বুঝিলাম, পাকিস্তানি রান্নার ঝাল সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। জাহরা কী বুঝিল জানি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, “তিখা তো নহী?” কহিলাম, “বিলকুল নহী।” ততক্ষণে আমার কপাল ঈষৎ ঘর্মাক্ত হইয়াছে, এবং নাসারন্ধ্রদ্বয় আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করিয়াই তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাহরা কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে এক বাটি দই আমার দিকে ঠেলিয়া দিল।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। জানালার কাচের ভাপ শুকাইয়া আসিতেছে, আর তাহার ভিতর দিয়া বাহিরের সেই ধূসর অন্ধকার আবার একটু একটু করিয়া দেখা দিতেছে। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া যে প্রশ্নটি করিব কি করিব না স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, এইক্ষণে কৌতূহলের তাড়না আর সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহা করিয়াই বসিলাম। “একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব? আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহার উপর ভারতীয়। একটিমাত্র বার্তা পাইয়াই আপনি আমাকে রাখিয়া খাওয়াইতে বসিলেন কেন?”

জাহরা প্রথমে উত্তর দিল না। দইয়ের বাটিতে চামচ নাড়িতে লাগিল, যেন প্রশ্নটি তেমন গুরুতর কিছু নহে, কিংবা যেন উত্তরটি কোথা হইতে আরম্ভ করিবে তাহাই ভাবিতেছে। তাহার পর মুখ না তুলিয়াই কহিল, “আচ্ছা, ভারতীয় বলিয়া কি আপনার ক্ষুধা কম পায়?”

আমি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলাম না। একটু হাসিলাম; সেও হাসিল।

“বৎসর দুই পূর্বে আমিও ঠিক এইরূপ এক সন্ধ্যায় এই শহরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলাম,” সে বলিতে লাগিল। “বিমানবন্দর হইতে বাহির হইয়া বুঝিলাম, যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়া আছি, তাহার অন্তত কয়েক সহস্র মাইলের মধ্যে খান দুই স্টকেস ছাড়া আমার আপন বলিতে আর কিছু নাই, কেহ নাই। হোস্টেলে জিনিসপত্র রাখিয়া খাবার কিনিতে বাহির হইয়াই দেখি, ফোনটিও কখন যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দোকানে গিয়া দেখি, একটি শব্দও পড়িতে পারি না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া শেষে একখানি প্যাকেট তুলিলাম; ছবি দেখিয়া মনে হইল, ভিতরে আলু থাকিবে। ঘরে ফিরিয়া বেশ জুত করিয়া মুখে পুরিয়া দেখি, ভিতরে স্ট্রবেরি।”

এই বলিয়া সে খানিক হাসিল বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে হাসি ফিরাইয়া দিতে আমার মন চাহিল না। চুপ করিয়া রহিলাম। হাসি থামিলে সে চামচটি বাটির কিনারায় রাখিয়া কহিল, “রাব্রে আমি ফোন করিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, খানা খায়া? আমি বলিলাম, হাঁ, খাইয়াছি।” সে আবারও মৃদু হাসিল। “ফোন রাখিয়া মনে হইল, এত বড় শহরে এমন একজনও নাই যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিবে, আমি সত্যি খাইয়াছি কি না।”

তাহার পর, যেন একটু বেশি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, এমনভাবে উঠিয়া কেটলিতে জল ভরিতে ভরিতে কহিল, “আপনার বার্তাটি পড়িয়া সেই সন্ধ্যাটার কথা মনে পড়িল। আর কিছু না।”

আমি তাহার পিঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কেটলির নিচে নীল আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এতক্ষণ মনে মনে এই নিমন্ত্রণের পিছনে কোনো মহৎ কারণ খুঁজিতেছিলাম; কোনো উদার আদর্শ, কোনো সচেতন সৌজন্য, সীমান্ত পার হইবার কোনো ঘোষিত প্রতিজ্ঞা। দেখিলাম, তাহার কিছুই নাই। সে কোনো মহত্বের ভান করে নাই; কেবল দুই বৎসর আগের সেই সন্ধ্যাটিকে সে ভুলে নাই। ভুলে নাই বলিয়াই আজ আর একজনের জীবনে সেই সন্ধ্যাটি সে ঘটিতে দিল না।

সে পাকিস্তানের মুসলমান মেয়ে; আমি ভারতের হিন্দু ছেলে। কথাটি লিখিতে গিয়া কলম একটু থামিয়া গেল। এই দুইটি পরিচয় পাশাপাশি বসাইলে আমাদের উপমহাদেশে কত কী মনে পড়িয়া যায়! সাতচল্লিশের রক্তাক্ত বিভাজন, সীমান্তের কাঁটাতার, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া পলায়ন; তাহার পর দশকের পর দশক ধরিয়া যুদ্ধ, অবিশ্বাস, সংবাদপত্রের উত্তপ্ত শিরোনাম। উপমহাদেশের স্মৃতিতে যে ক্ষত, তাহা আজও সম্পূর্ণ শুকায় নাই। অথচ আজ সন্ধ্যায় একটিমাত্র

প্রশ্ন সেই সমস্ত প্রাচীরকে এমন অনায়াসে পার হইয়া গেল, যেন তাহাদের কোনো অস্তিত্বই কোনোদিন ছিল না। মনে হইল, যে দেওয়ালগুলিকে আমরা পাথরের বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছি, রাষ্ট্র তাহাদের গাঁথে, রাজনীতি তাহাদের উঁচু করে; কিন্তু একজন মানুষের সহজ মমতার সামনে দাঁড়াইলে তাহারা বালির বাঁধের মতো নিঃশব্দে ধসিয়া পড়ে।

জাহরার নিকট হইতে বিদায় লইয়া হোস্টেলের দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে কখন যে মেঘ সরিয়া গিয়াছে টের পাই নাই। মাথা তুলিয়া দেখি, সারাদিনের সেই ধূসর চাদরখানি ছিঁড়িয়া আকাশের মাঝখানে প্রায়-পূর্ণ শরতের চাঁদ জাগিয়া উঠিয়াছে, আর তাহার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ভিজা পাথরের পথে, মতওয়াভার কালো জলে, পুরাতন বাড়িগুলির খাড়া ছাদে রূপালি প্রলেপের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হাঁটিতে হাঁটিতে জাহরার কথাগুলি ভাবিতে লাগিলাম। ইহাকে আমি কী নাম দিব, অনেক ভাবিলাম। দয়া বলিলে কম বলা হয়, ভদ্রতা বলিলে তাহার অপমান হয়। আমার মনে হইল, ইহা নারীর অন্তরের সেই মাতৃভাব, যাহা কোনো দেশের মানচিত্র মানে না, কোনো ধর্মগ্রন্থের পাতায় আটকাইয়া থাকে না। যে মেয়েটি নিজেও ঘর ছাড়িয়া বহু দূরে একা আছে, সে জানে একা থাকিবার সন্ধ্যা কেমন হয়; তাই হয়তো আর একজন একা মানুষের ক্ষুধার কথা সর্বাগ্রে তাহার মনে পড়িয়াছে।

আর কয়েক সপ্তাহ পরেই দুর্গাপূজা। দেশে এতক্ষণে প্যান্ডেলের বাঁশ পড়িয়া গিয়াছে, কুমোরটুলিতে প্রতিমার চক্ষুদান বাকি। মহালয়ার ভোরে রেডিওতে চণ্ডীপাঠ শুনিয়া ঘুম ভাঙিবে; এ বছর সে সকল আমার ভাগ্যে নাই। ঢাকের শব্দ এই বাল্টিকের তীর পর্যন্ত পৌঁছাইবে

না। তবু আজ মনে হইতেছে, মা এবারেও আসিয়াছেন; কেবল একটু আগেভাগে, একটু অন্য বেশে।

জাহরা হয়তো কোনোদিন দুর্গার নাম লইবে না, তাহার প্রয়োজনও নাই। তাহার নিজের বিশ্বাস আছে, নিজের প্রার্থনা আছে; আমি তাহাকে কোনো দেবীর আসনে বসাইয়া সেই বিশ্বাসকে ছোট করিতে চাহি না। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি যে, মাকে যে রূপে আমি চিনি, স্নেহে, আশ্রয়ে, অন্নে, সেই রূপটিকেই আমি তাহার মধ্যে দেখিয়াছি। যাঁহাকে আমি মা বলিয়া ডাকি, তাঁহাকে সে হয়তো অন্য নামে জানে; কিন্তু যে মমতা ক্ষুধার্ত অতিথির মুখের দিকে চাহিয়া উনুনে হাঁড়ি চড়ায়, তাহার নাম বোধ করি সকল ভাষাতেই এক।

চণ্ডীতে পড়িয়াছি,

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

সর্বভূতেষু, অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে। শ্লোকটি কতবার শুনিয়াছি, কতবার মুখস্থ আওড়াইয়াছি, কিন্তু এই একটি শব্দের ওজন কোনোদিন এমন করিয়া অনুভব করি নাই। ঋষি তো বলেন নাই, দেবী কেবল হিন্দুর ঘরে মাতৃরূপে থাকেন, কিংবা কেবল সীমান্তের এপারে। বলিয়াছেন সর্বভূতে। সেই সর্বভূতের মধ্যে গদানক্ষের এক ছোট রান্নাঘরে দাঁড়াইয়া থাকা একটি পাকিস্তানি মেয়েও আছে। এই সহজ সত্যটুকু বুঝিবার জন্য বোধ করি আমাকে বাসেলোনা হইতে এতদূর আসিতে হইল।

হোস্টেলে ফিরিয়া ঘরের দরজা খুলিলাম। সেই সাদা দেওয়াল, সেই একখানি খাট, সেই বরফ-ঠান্ডা রেডিয়েটর। প্রাতে ঘরটি যেমন রাখিয়া গিয়াছিলাম, ঠিক তেমনই আছে; অথচ মনে হইল, ইহা আর সেই ঘর নহে। জানালার বাহিরে বাল্টিকের হাওয়া এখনো থামে নাই। আলো নিভাইলাম। কাল সকালে ল্যাবরেটরিতে যাইতে হইবে। *

কবিতা POEM

ভোলার কষ্ট ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য • Indranil Bhattacharya

ভোলার জন্য হয় বড় কষ্ট।
নুন আনতে পান্তা নষ্ট।।
দিন চলে ওর ভিক্ষে করে।
তিনটি গিন্নি আছেন ঘরে।।
এক বৌয়ের পায়ে ব্যামো।
পা থাকে তার বরের ঘাড়ে।।
ছোটো বউ তার নয়নমণি।
আছেন তিনি মাথার ‘পরে’।।

এক বৌয়ের আবার খুব ঢঙ।
ঘোরেন তিনি সিংহী চড়ে।।
বছর মাঝে যাই বাপের ঘরে।।
কাজের জন্য আছে দশটি হাত।
শেষে আছে তাও অজুহাত।।
সঙ্গে থাকে তার চারটি পো।
তাদের আবার অনেক গাঁ।।
এক ছানা গাইছে গান, আরেকজনের ময়ূর প্রাণ।
একজন থাকে প্যাঁচার উপর, আরেকজন শুধু নাড়ু
খান।।

ভ্রমণ TRAVEL

An Eventful 24 Hours in Meghalaya

Calum Meikele • যেখানে চকিশ ঘণ্টা

To set the scene, I am a twenty-nine-year-old British man who has been living in Barcelona for almost five years. For going on three years I have had the pleasure/horror of working with Supriyo Ghosh, and

have got to know the Bengali community through him. Enjoying some incredible food in Durga Puja and some fantastic art performances at the many events throughout the years.

This time last year Supriyo invited a few of us to visit his part of the world for a few weeks in the winter-time. Whilst there are many memorable moments from the trip. Culture shock in the first few days, with people,



Kanchenjunga

lights and pandals. Supriyo asking why a portrait of my Grandad was in a Kolkata temple. Some very dodgy fish kabiraji. Seeing the third highest mountain in the world. Disappointing a group of kids in Sikkim with our footballing skills. And meeting some incredibly welcoming and friendly people.

I would like to focus on the events of a 24 hour period between the 7th and 8th of February. A little more setting the scene, but I was scratched playing with a house cat when we stayed at a home stay in northern Meghalaya. This was the 5th Feb. We went to the hospital for a vaccine as a precaution. And as you may know you need multiple vaccines for Rabies. This will become important later.

The trip continued as we made our way through the beautiful scenery of Meghalaya. On the afternoon of the 7th we travelled from the centre to a small town on the border with Bangladesh, called Dawki. Thus started the eventful 24 hours.

Due to the planned construction of a new road from Guwahati to Kolkata through Bangladesh, the road that we took to reach Dawki was dusty, full of truck traffic and progressively more bumpy. After a good four hour trip through the darkness we reached the homestay. Explored a little the village, before heading to bed.

The 8th arrived, it was a Sunday in a relatively isolated town in Meghalaya in quite a Christian part of the country. And I needed my second

rabies jab. It was hard work getting a lift into town to the hospital. At one point I jumped into the car of a lovely couple from Assam, until Supriyo called asking if I had the documents for the vaccine (which I didn't), and so I had to say my farewells to this couple, making a fool of myself in the process. Sup eventually organised a lift in the end, taking 5 of us, plus the driver, into town in a small hyped up Volkswagen 5 seater. We left 3 people to explore Dawki as me Supriyo and the guy driving went to check on the hospital. They didn't have anything. Next option was to drive to the other hospital 30 minutes up the road, passing a never ending queue of trucks waiting at the border to enter Bangladesh. The driver would later tell us there were 3000 trucks a day waiting there.

I was in luck at this hospital, they had a vaccine and we could head back to meet our friends at the border. Was a rocky start, but the day was now going well. That was until Supriyo took a call from one of our friends in Dawki to tell him Nuno, our Portuguese friend, had strayed too close to the border and had been taken by border police. I don't think I have seen Supriyo so silent. This turned out to be a pretty lethal prank and Nuno was fine. Although mine and Supriyo's nerves were not. At the border we bought a juice for the guy driving us everywhere and the 6 of us all got back into the car to head back the 5 kms to the homestay. Me sitting

in the front with the gear stick between my legs.

As he started the car, enjoying his juice he just turned to me and said "you drive". This was one of the most surreal moments of my life, driving a hyped up low VW with only my right hand through a mountain road in India, close to the border with Bangladesh, sitting in the middle of the car. This dude was a legend for allowing me to do that. I really wish I remembered his name.

The 24 hours would end with us warring on kayaks up the river in the valley above Dawki, as the sun started to set.

In the space of 24 hours I had; traversed a bumpy jungle track in the dark, spent a morning running around for a vaccine, thought a friend had been abducted and taken to Dhaka, driven a car whilst straddling a gear stick, and kayaked in a beautiful river in India. What a day.

The rest of the days travelling in India were almost as eventful. I will never forget the friendliness of the people we met there. The vast change in landscapes, even in such a relatively small part of India. And the food, man the food. I want to go back, to Bengal, to Mogra, the himalaya and beyond.

Cheers for an incredible trip, Supriyo and the bloody amazing Indian people. (Special mention to the guy who let me drive his car) 🌸

কবিতা POEMS

Arnab Roy • two poems of cloud and storm

আরেকটু দেখে যাও

Arektu Dekhe Jao • stay a little longer

সিঁদুরে মেঘ ওঠে জেগে
আকাশের এলোচুলে..
আরেকটু থেকে যাও,
ঝড় এলো বলে।

সে উথালপাথাল চেউ তো আর দেখোনি।
আর দমকা হাওয়া...
ডুকরে ওঠা কান্না বৃষ্টি হয়ে পড়লে,
সে চুবড়ি ভেজা তো ভেজোনি।

তবে, আরেকটু দেখে যাও;
এই ঝড়টা বোধহয় অন্য।
সেই একই বৃষ্টি, দমকা বাতাস।
শুধু একটু সুখের জন্য।

মেঘমালা

Meghimala • a garland of clouds

দূর থেকে দেখা, এই ভালো।
অনন্ত নীলিমায় রঙবেরঙের কারুকার্য;
তোমার চলা, তোমার বৈতরণীর পাড়ি;
নিজের সঙ্গে আপন মনে লুকোচুরি..
যেন মায়ার খেলা।

মেঘমালা ---

তোমায় দেখবো বলে জন্মেছি।
কাছে গেলে, স্বপ্নের রঙ ঘেঁটে যাবে।
মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখা ছবি,
হারিয়ে যাবে।
বরং দূর থেকেই ভালোবাসি নিজের মতো।
দূর থেকেই দেখি তোমার পরনে
নতুন নতুন সাজের মেলা..

মেঘমালা ---

তোমায় ভালোবাসবো বলে জন্মেছি।
ইচ্ছে হলে নাহয় ভিজিয়ে দিও বৃষ্টি হয়ে।
চোখের জল ঢাকা অঝোর বৃষ্টি।
কালবোশেখীর ঝড়ের মাথায় চড়ে
এসো প্রবল বেগে, এসো কাজল কালো
বেশে।
আমার তপ্ত দিনের গোখুলি বেলা।

মেঘমালা ---

শেষবার ভীষণ প্রেমে ভিজবো বলে
জন্মেছি।।



গল্প STORY

পুজোর জিম রুটিনে বেগুনির ভর



Pujor gym routine-e begunir bhor · mass, weight, and a fritter

Subhajit

● “শোন, দুর্গাপুজো তো এসেই গেল। জিমে যাচ্ছিস তো?”—
জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞেস করল এষা।

শুভ বলল, “এই সপ্তাহে রোজ সন্ধ্যায় যাচ্ছি। তবে বাড়ির ওয়েইং
স্কেলটা এখনও কিছু বুঝতে পারছে না।”

“আমারও তাই। ওজনের কোনো পরিবর্তন নেই। এই যন্ত্রটাকে
আমার একদম সহ্য হয় না।”

“ঠিক কী অসহ্য লাগছে, সংখ্যাটা না যন্ত্রটা?”

“সংখ্যাটা। শাড়ি পরে বেরনোর আগে ওটা একটু কমুক, এটাই
চাই।”

“ওই সংখ্যাটা তোর ওজন, ভর নয়। দুটো এক জিনিস নয়, আর
এই পার্থক্যটাই এবার পুজোয় তোকে বলব।”

“বল শুনি।”

“ওজন হলো তোর ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষের টান: চাঁদে গিয়ে
ওজন মাপলে স্কেলে এই সংখ্যার ছ-ভাগের এক ভাগ দেখাবে, একই
শরীর, একই ভর। ভর মানে তোর মধ্যে কতটা পদার্থ আছে। তুই
কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস তাতে তার কিছু হেরফের হয় না।”

“তাহলে এই সপ্তাহে যদি আমার ওজন সত্যিই কমে, সেটা
ক্যালোরি খরচ হয়ে শরীর থেকে ভর বেরিয়ে যাওয়া। অভিকর্ষ
বদলানোর জন্য নয়, তাই তো?”

“ঠিক তাই। পৃথিবীর টান স্থির থাকায়, স্কেলটা পুরো সময়টাই
আসলে আমাদের ভরই মাপছে। কিন্তু ভরটাই আসল মজার জায়গা,
যার জন্য একটা শক্তপোক্ত মাপার একক দরকার। ২০১৯ সাল পর্যন্ত
কিলোগ্রাম, অর্থাৎ সেই একক, ছিল প্যারিসের কাছে এক ভল্টে বন্দি

প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সিলিন্ডার, আর বাকি সব কিলোগ্রামকে মেলানো
হতো তার সঙ্গেই। মজার ব্যাপার হলো সেই স্ট্যান্ডার্ড সিলিন্ডারের ভর
সময়ের সাথে, খুব-ই অল্প অল্প করে হলেও (এক শতাব্দীতে ৫০
মাইক্রোগ্রাম), পরিবর্তন হতে শুরু করল।”

“এক শতাব্দীর বেশি ধরে পুরো সমাজ একটা ধাতুর টুকরোর ওপর
ভরসা করেছিল যে কোনোদিন পরিবর্তন আসবে না?! এখন যে ধ্রুবক-
কে কনস্ট্যান্ট ধরে ভর রিডিফাইন করা হচ্ছে, সেটাও যে আজীবন
অপরিবর্তনশীল থাকবে, সেটাই বা গ্যারান্টি কী?”

“কোনো কিছুই কি গ্যারান্টি আছে যে সেটা ইউনিভার্সাল টাইম
স্কেল ধরে অপরিবর্তনশীল হবে?”

“তাহলে আমরা কী ঠিক করছি, কী ভুল করছি, কি করে বুঝবো?”

“ধরেই নিই আমরা একটা মায়াবী নাচের ঘরে নাচতে নাচতে
আলাদা আলাদা দিকে গিয়ে দরজাগুলো খুলছি আর অদ্ভুত সব ঘটনা
দেখছি। একটা দরজা খুলে দেখতে পাই প্ল্যাক্সের ধ্রুবকের মান একদম
নির্দিষ্ট করে বেঁধে দিয়ে, কিলোগ্রামকে রিডিফাইন করা হলো। পাশের
দরজা খুলতেই চোখে পড়ে—গ্রামের বাড়িটা একটু একটু করে বদলে
গিয়েও কেমন যেন একই জায়গায় টিকে আছে। অন্য একটা দরজা
খুললে দেখতে পাই, চরম শাস্তিতে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঝরনার জল
কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। আর একটি দরজা খুললে উন্মোচিত হয়
এক অন্য জগৎ—যেখানে অনাদিকাল ধরে গুহার গভীরে গড়ে উঠছে
স্টেলাকটাইট।”

“সব-ই চলতে থাকবে, আজ একসাথে জিমে যাওয়া তাই রয়ে
যাবে, চলো আমরা তাহলে বেগুনি খেতে খেতে জিমে যাই।”

কবিতা POEM

মশারির দরজা

ঋত্বিক চক্রবর্তী • Ritwik Chakraborty

সারাটা দিন ভীষণ ছন্নছাড়া
দাঁত কেলিয়ে হাসছে পরিপাটি
রাতের বেলা সেই আমাকেই
দেখো। আলোর উপর কেমন ভাবে হাঁটি।

ভরদুপুরে কান এড়িয়ে যায়
টিনা লোহা পিতল কাঁসা থালা
জোনাকিদের আর যায় না দেখা
কাজ বলতে ব্যস্ত হাত চলা।

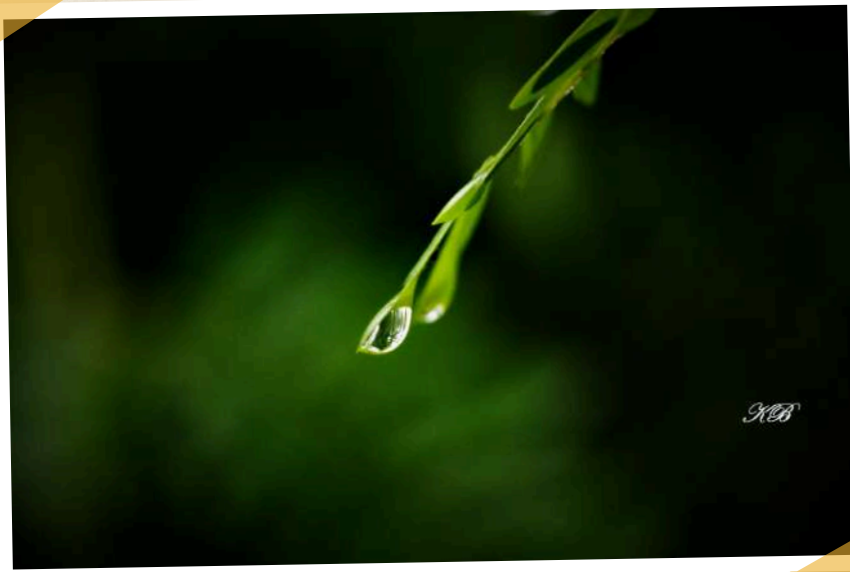
আটপোরে কাদা বালির চরে
পাচ্ছি কিছু দাদা সাহেব ফালকে
রাত আসলেই দশমীর মন, আবহতে
‘রুক জানা নেহি তু কাভি হারকে।’

ফাঁসিকাঠের মুজরিম দুধভাতে
নিত্য যেমন আর্জি করে মাফি
মশারিদের দরজা থাক বন্ধ
খিলান দেওয়া জানালা আমার কাফি।

ছবি PHOTOGRAPHS

মন ক্যামেরা

Mon Camera



© KB



© Arijit



© KB



© KB



© Vaishali

শুভ বিজয়া



With sincere thanks to our sponsors

আমাদের স্পনসরদের আন্তরিক ধন্যবাদ

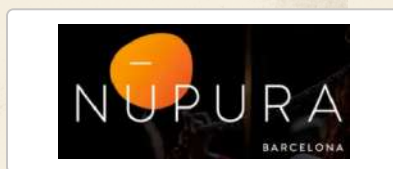
EXECUTIVE SPONSORS



SPONSORS



SUPPORTED BY



বিশেষ কৃতজ্ঞতা • A special mention

Pankaj and Anuradha Ghemawat

and the Durga Pujo 2026 Core Working Committee, sub-committees, volunteers and every member of BCA

Sandra Palau Domenech & Custo

Radhika, Saurabh and Family

Kunal Mandal, Satrupa Mazumdar, Ayush Sarda, Parikshit Mundhra, Nita Diwan, June Maliah



**BENGALI
CULTURAL
ASSOCIATION
OF INDIA**

bcaspain.org
@spain_bca